কুষ্টিয়ায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং

করোনাভাইরাসের আতঙ্ককে কাজে লাগিয়ে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি রোধ করতে কুষ্টিয়ায় বাজার মনিটরিং শুরু হয়েছে।

দৌলতপুরে বেশী দামে চাউল বিক্রি করার অপরাধে দুই ব্যবসায়ীকে এক লাখ টাকা ও শহরের পৌর বাজারে পেঁয়াজের দাম বেশি বিক্রির করার অপরাধে ৩ ব্যবসায়ীকে ৯ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে শহরের বিভিন্ন বাজারে মনিটরিং করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট। মনিটরিং কালে বাজারের চাল, ডাল, আটা, ময়দা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, তেল, মসলাসহ কাঁচাবাজার ঘুরে দেখেন ও দোকানে মূল্য তালিকা ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এছাড়াও দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেন। সেই সাথে জনসাধারণ কে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য না কেনার জন্য পরামর্শ দেন।

শহরের মিউনিসিপ্যালিটি বাজারে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৩৫ টাকা কেজি হিসেবে। সেই পেঁয়াজ আবার বিকেলের পরে বিক্রি হচ্ছিলো ৫০ টাকা কেজি হিসেবে।

এমন খবরের ভিত্তিতে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লুৎফুন নাহার বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় সত্যতা মেলায় এবং দোষ স্বীকার করায় তিন ব্যবসায়ীকে প্রত্যেককে ৩ হাজার করে মোট ৯ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এদিকে করোনা ভাইরাস আতঙ্কে বৃহস্পতিবার লোকজন নিত্যপ্রয়োজনী দ্রব্যের দোকানে ভিড় জমায়। অনেকেই অতিরিক্ত চাল, ডাল, পেয়াজ, আলু ক্রয় শুরু করেন।একারণে হঠাৎ করে খুচরা বাজারে চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কিছুটা হলেও বেড়ে যায়। কিন্তু জেলা

প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপে বাজার মনিটরিং নিয়মিত তদারকী করছে।

অভিযান শেষে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লুৎফুন নাহার সাংবাদিকদের বলেন, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের আমরা অনুরোধ করেছি। সেই সাথে জনসাধারণকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য না কেনার জন্য পরামর্শ দিয়েছি। কারন বাজারে কোন দ্রব্যের সংকট নেই।

দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে বৃহস্পতিবার থেকে শহরের বড় বাজার, পৌরবাজার চৌড়হাস মোড়, লাহিনী বটতলাসহ বিভিন্ন বাজার গুলোতে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান শুরু করে।

বাজার মনিটরিং অভিযানে জেলা বাজার কর্মকর্তা মো: রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সিনিয়র সহসভাপতি এসএম কাদেরী শাকিল, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোকাররম হোসেন মোয়াজ্জেম সহ র্যাব, পুলিশ ও জেলা আনসার ব্যাটালিয়ন অংশ নেয়।

অপরদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে দৌলতপুর বাজারে খাঁন ট্রেডার্স এর মালিক চাউল ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানে মূল্য তালিকা না থাকায় ও বেশী দামে চাউল বিক্রি করায় ৫০হাজার টাকা ও আল্লারদর্গা বাজারে চাউল ব্যবসায়ী হযরত আলি বেশী দামে চাউল বিক্রি ও প্লাষ্টিকের বস্তায় চাউল বিক্রির অভিযোগে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে উপজেলা সহাকারী কমিশনার (ভুমি) আজগর আলী।

কুষ্টিয়ায় কোচিং সেন্টার মালিকের জেল-জরিমানা

কুষ্টিয়ায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোচিং বাণিজ্য চালানোর দায়ে এক কোচিং সেন্টারের পরিচালককে ১৫ দিনের কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সাথে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক পৃথক অভিযানে আরও বেশ কিছু শিক্ষকের অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে থেকে এসব অভিযান চালানো হয়। সরকারি আদেশ অমান্য করে শিক্ষার্থী সমাবেশ ঘটিয়ে কোচিং সেন্টার চালু রাখার অপরাধে কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় আইকন এডুকেয়ার নামক কোচিং সেন্টারের মালিককে কারাদন্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল দুপুরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা যায়, সরকারি আদেশ অমান্য করে শিক্ষার্থী সমাবেশ ঘটিয়ে কোচিং সেন্টার চালু রাখার অপরাধে কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় আইকন এডুকেয়ার নামক কোচিং সেন্টারের মালিক হোসাইনকে ১৮৬০ ধারা মোতাবেক ১৫ দিনের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

এছাড়াও একই কোচিং সেন্টারের দুইজন শিক্ষকসহ কুষ্টিয়া হাইস্কুল এন্ড কলেজের অভ্যন্তরে কোচিং করানোর সময় স্কুলের দুইজন শিক্ষককে অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো: সবুজ হাসান ও আহমেদ সাদাত।

এসময় তাঁরা কোচিং সেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিশেষ ক্লাসের নামে কোচিং ব্যবসা ও প্রাইভেট পড়ানো সহ শিক্ষার্থী সমাবেশ ঘটিয়ে এ সংক্রান্ত অপরাধমুলক কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত না করতে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন।

অপরদিকে দৌলতপুর উপজেলার ডিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক শিক্ষক কোচিং বাণিজ্য চালাচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. আলিমুন হোসেন ও শিক্ষক মুসফিকুর রহমানকে ১০ হাজার করে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক মো. আজগর আলী।

এছাড়াও কুমারখালিতে কোচিং সেন্টার চালু রাখার অপরাধে খোরশেদপুর এলাকার রানা কোচিং সেন্টার ও স্ট্যাডি কেয়ার কোচিং সেন্টারে অভিযান চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ১৪ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মুহায়মিনুল আল জিহান।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লুৎফন নাহার জানান, সরকারি আদেশ অমান্য করে শিক্ষার্থী সমাবেশ ঘটিয়ে কোচিং সেন্টার চালু রাখা যাবে না। এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিশেষ

ক্লাস কিংবা কোচিং ব্যবসা ও প্রাইভেট পড়ানো সহ শিক্ষার্থী সমাবেশ ঘটিয়ে এ সংক্রান্ত অপরাধমুলক কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত কোনভাবেই করা যাবে না। যদি কেউ এমন অপরাধ করে তাকে তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কুষ্টিয়ায় পলিথিনে মোড়া নবজাতকের মরদেহ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে পলিথিনে মোড়া একটি ছেলে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) বেলা ৩টার দিকে মিরপুর উপজেলার কুষ্টিয়া-মেহেরপুর মহাসড়কের পার্শ্বে খয়েরপুর এলাকার একটি দুয়া (খাল) থেকে পলিথিনে মোড়া অবস্থায় এ নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করে মিরপুর থানা পুলিশ।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরে কয়েকটি শিশু দুয়া (খাল) এর পানিতে হাত দিয়ে মাছ ধরতে নামে। এসময় তারা পানির নিচ থেকে একটি পলিথিন তুলে আনে। এসময় এর মধ্যে একটি নবজাতকের মরদেহ দেখতে পেয়ে তারা চিৎকার করে। পরে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে মিরপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে এ মরদেহটি উদ্ধার করে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মিরপুর থানার এসআই আবু বক্কর জানান, পলিথিন কাগজে মোড়া অবস্থায় একটি ছেলে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে গর্ভপাত করে কেউ শিশুটিকে পলিথিনে মুড়িয়ে পানিতে ফেলে দিয়ে গেছে।

কুষ্টিয়ায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং

করোনাভাইরাসের আতঙ্ককে কাজে লাগিয়ে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি রোধ করতে কুষ্টিয়ায় বাজার মনিটরিং শুরু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) দুপুরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে খুলনার বড় বাজার◌ে মনিটরিং করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সবুজ হোসেন।

মনিটরিংকালে বাজারের চাল, ডাল, আটা, ময়দা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, তেল, মসলাসহ কাঁচাবাজার ঘুরে দেখেন ও দোকানে মূল্য তালিকা ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এছাড়া সর্বসাধারণকে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত চাল-ডাল-তেল-লবণ ও পেঁয়াজ সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হয়।

বাজার মনিটরিং অভিযানে জেলা বাজার কর্মকর্তা মো: রবিউল ইসলামসহ জেলা আনসার ব্যাটালিয়ন অংশ নেয়।

অপরদিকে চালেল দাম বেশি নেওয়ার অভিযোগো দৌলতপুর উপজেলার আল্লাদর্গা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে উপজেলা সহাকারী কমিশনার (ভুমি) আজগর আলী।

কুষ্টিয়ায় করোনা ভাইরাস সচেতনতায় মৌবনের উদ্যোগে

ফেষ্টুন বিতরন

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত জনসচেতনতার লক্ষ্যে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ফেষ্টুন ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার বিশ্বস্ত খাবার প্রতিষ্ঠান মৌবনের উদ্যোগে করোনা ভাইরাস সতর্কতা ও জনসচেতনতার জন্য এসব লিফলেট ও ফেষ্টুন বিতরন করা হয়।

বুধবার সকালে মৌবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে এসব বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়।

করোনা ভাইরাস সতর্কতা ও জনসচেতনতার জন্য ‘নিজে সচেতন হই, অন্যকেও সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করি’ লিফলেট বিতরন করা হয়।

মৌবনের জেনারেল ম্যানেজার মোশাররাফুল হক বকুল বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত থেকে সর্তক করার জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা। এ রোগ থেকে বাঁচতে কি কি করা দরকার যা লিফলেট ও ফেষ্টনের মাধ্যমে আমি সচেতন করছি এবং হাঁচি-কাশির মাধ্যেমে এ ভাইরাসটি ছড়ায় এজন্য সবাইকে সচেতন অবস্থায় চলাচল করতে হবে।

শহরের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন মোড়ে ও অটোচালক, রিক্সাচালকসহ সাধারন মানুষের হাতে লিফলেট ও ফেষ্টুন তুলে দেওয়া হয়।

এসময় সাফের নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক, সাংবাদিক এস এম জামালসহ সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে কুষ্টিয়া জেলা তাতীলীগের দোয়া

মাহফিল

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা তাতীলীগের আয়োজনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা তাতীলীগের কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া জেলা তাতীঁ লীগের সদস্য সচিব হাজী হারুন অর রশিদ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন তাতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার আহবায়ক, মোঃ রুহুল আমিন, যুগ্ম আহবায়ক, সরোয়ার হোসেন, বিপুল হোসেন, হাবিবুর রহমান, আবু হোসেন লিটন, আজমল হোসেনসহ জেলা উপজেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কালের বিবর্তনে হারাতে বসেছে কল্যানপুর মৃৎশিল্প

কালের বিবর্তনে হারাতে বসেছে মৃৎশিল্প। যেখানে তৈরী হতো মাটির হাঁড়ি পাতিল, থালা, গ্লাস সহ নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র। সেসব বাজার এখন দখল করে নিয়েছে প্লাষ্টিক ও এ্যলুমিনিয়াম এর পন্য। তবে এখনও মাটির আধুনিক মানের তৈজসপত্র তৈরী করছে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কল্যানপুর মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ।

এখানকার উৎপাদিন পণ্য স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। তবে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মূলধনের অভাবে চাহিদা মত পন্য সরবরাহ করতে পারছে না তারা। তবে অধিকাংশ ক্ষুদ্র শিল্পের মতন এখানেও রয়েছে পুঁজির সংকট। কোন কাজ না থাকায় খুবই সামান্য বেতনে কাজ করে জীবনযাপন করছে এখানকার শ্রমিকরা।

সম্প্রতি কল্যানপুর মৃৎশিল্প ঘুরে দেখা গেছে সেখানে প্রায় ৪০-৫০ জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিক কাজ করছে। কেউবা মাটি আর পানি দিয়ে কাদা তৈরী করছে, কেউবা থালা,বাটি, আবার কেউবা গ্লাস তৈরী করছে। কেউ আবার শুকানোর পর তা যত্মসহকারে পরিষ্কার করছে।

সেখানকার দায়িত্বরত ম্যানেজার রাজকুমার জানান, এই শিল্পের অতীত ঐতিহ্য খুবই সমৃদ্ধশালী। হাঁড়িপাতিল থেকে শুরু করে ঘর-গৃহস্থালি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার হতো মৃৎশিল্পের নানা তৈজসপত্র। আমরা এখানে মাটির তৈরী বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র তৈরী করে থাকি।

সাকিরন নেছা নামের এক নারীকর্মী জানান, মাত্র তিন হাজার টাকা মাসিক বেতনে কাজ করতে হয়। স্বামী মারা গেছে। একটা মেয়ে আছে কোন উপায় না পেয়ে সংসার চালাতে এই কাজ বেছে নিয়েছে।

নাজমা খাতুন নামের এরও এক নারী কর্মী জানান, এখান কাজ করে মাস শেষে যে বেতন দেয় তার তিনভাগের এক ভাগ যাতায়াত বাবদই শেষ হয়ে যায়। তবুও কিছু করার নেই। সংষার চালাতে বাধ্য হয়ে আমাকে এই কাজ করতেই হয়।

কল্যানপুর মৃৎশিল্প’র পরিচালক বটোকৃষ্ণ পাল জানান, আমার এই প্রতিষ্ঠানে ৬০ জন শ্রমিক কাজ করে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মূলধনের অভাবে চাহিদা মোতাবেক পণ্য সরবরাহ করতে পারছি না। ২০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রতিষ্ঠানটি সমবায় বরাবর দাখিল করলেও তা এখনও অনুমোদন হয়নি।

মৃৎশিল্প থেকে কেনাকাটা করতে আসা হাবিবুল আলম বলেন, বাঙালির শিল্প-সংস্কৃতির সাথে মিশে আছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। সে ঐতিহ্য বাঙালি বুকে লালন ও পালন করে আসছে যুগ যুগ ধরে। তেমনি বাংলার এক শিল্প মৃৎশিল্প। এই শিল্পের অতীত ঐতিহ্য খুবই সমৃদ্ধশালী। হাঁড়িপাতিল থেকে শুরু করে ঘর-গৃহস্থালি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার হতো মৃৎশিল্পের নানা তৈজসপত্র। তবে এখন আর সেসবের অনেকটাই নেই বললেই চলে। আমি পরিবার পরিজন নিয়ে এই মৃৎশিল্প ঘুরতে এসেছি। পাশাপাশি পছন্দসই সব তৈজসপত্র এখান থেকে ক্রয় করেছি।

কুষ্টিয়া জেলা সমবায় কার্যালয়ের কর্মকর্তা মিজানুর রহমান জানান, প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের ব্যবহার কমে গেছে অনেকাংশে, আর এ শিল্পের জায়গা দখল করে নিয়েছে প্লাস্টিকসহ অন্যান্য সামগ্রী। এগুলো স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্যও মারাত্মক ক্ষতিকর। তবু এগুলো ব্যবহার হচ্ছে অবলীলায়। তবে কুষ্টিয়ার তৈরী

এই মাটির পাত্র আবার সম্ভাবনা দেখাচ্ছে নতুন করে। তিনি আরও জানান, একটি প্রকল্প প্রতিষ্ঠানটি সমবায় বরাবর দাখিল করলেও তা এখনও অনুমোদন হয়নি। ইতিমধ্যে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ন বিবেচনা করে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। আশা করি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এই মৃৎশিল্পের হারানো গৌরব ফিরে পাবে। পাশাপাশি আরও অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

মৃৎশিল্প একসময়ে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও বাঙালির জীবন থেকে এই শিল্প একেবার মুছে যাবে না। হাজার বছর ধরে এসব পণ্য কালের স্বাক্ষী হয়ে থাকবে আমাদের সংস্কৃতির সাথে। তাই এই শিল্পকে বাাঁচাতে সরকারকে উদ্দোগী হতে হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রকৃতি বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে

প্রকৃতি বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে বলে মত দিয়েছেন আলোচকরা। সোমবার বিকেলে শহরের খেয়া রেস্তোরাঁয় প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক মত বিনিময় সভায় এ মত প্রকাশ করেন বক্তারা।

কুষ্টিয়ায় সম্মিলিত সামাজিক জোট এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সংগঠনের চেয়ারম্যান ড. আমানুর আমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন যশোর সার্কেলের বন সংরক্ষক মোল্লা রেজাউল করিম।

এসময় তিনি বলেন, পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে একটি উপযোগী ইকোসিস্টেম দরকার। একমাত্র মানুষের সচেতনতাই তা সৃষ্টি করতে পারে। সম্মিলিত ভাবে কাজ করলে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব। আমরা যশোর সার্কেলে ইউনিয়ন বৃক্ষ কমিটির মাধ্যমে ১ কোটি ফলজ গাছ রোপণ করা হবে। আপনার এলাকা, গ্রাম ইউনিয়নকে সবুজ সমারোহ ভরে দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য সম্মিলিত ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে কাজ করার আহবান জানান তিনি।

ফটোগ্রাফী সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ও পাখি বিশ্লেষক এস আই

সোহেলের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, বিবিসিএফএর সভাপতি ড. এস এম ইকবাল, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন কুষ্টিয়া শাখার সভাপতি নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক অজয় সুরেকা, বার্ড ক্লাবের সহসভাপতি ফটিক, মানুষ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সভাপতি শাহাবুদ্দীন মিলন, সম্মিলিত সামাজিক জোটের নেতা মুহাইমিনুর রহমান পলল, সাফের নির্বাহী পরিচালক মীর আঃ রাজ্জাক, এনডিএফবিডির পক্ষ থেকে এস এম শামীম রানা, বিডিক্লিনের ইমরুল হক লিংকন, নোঙরের প্রিতম, গ্রীণ ভয়েসের এম আর সুইট প্রমুখ।

মানুষ মানুষের জন্য সংগঠনের সভাপতি শাহাবুদ্দিন মিলন বলেন, সবাই নিজ নিজ স্থান থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রকৃতি রক্ষায় কাজ করতে হবে। বসে থাকার সময় এখন নয়, তাই সকল সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে কাজ করার আহবান জানান।

পাখি বিশ্লেষক এসআই সোহেল বলেন, পাখি বেচে না থাকলে গাছ বাঁচবে না। প্রকৃতির সাথে পাখি ও গাছের সম্পর্ক নিবিড়। তাই আমাদের পুরো সমাজ তথা দেশটাকে বাচিয়ে রাখতে এগুলো বাঁচানো প্রয়োজন। এছাড়াও এই কুষ্টিয়ায় একটি পাখির অভয়াশ্রম গড়ে তুলতে চাই বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অজয় সুরেকা বলেন, গাছ বা পাখি বাঁচাবো কিভাবে এ চিন্তা অনেক মানুষের নেই। আমরা নাকি নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য এখন নদী সংকটে ভুগছে। নদী দখল করছে অনেকেই। আমরা মনে করি দেশটা আমার৷ সামাজিক জোটের মাধ্যমে গাছ লাগিয়ে আমরা পরিবেশটাই বদলে দিতে পারি।

বার্ড ক্লাবের সহসভাপতি ফটিক বলেন, ১৬৮ ধরনের পাখি রয়েছে কুষ্টিয়ায়। বিপদাপন্ন ১৩ ধরনের পাখি পদ্মা সংলগ্ন চর এলাকায় দেখা মেকে। এগুলোকে রক্ষায় উদ্যোগ নিতে হবে।
দশের লাঠি একের বোঝা উল্লেখ করে অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. আমানুর আমান বলেন, আমরা সামাজিক জোটে একে অন্যের পরিপূরক। একত্রে কাজ করলে পরিবেশ সংরক্ষণ সহ যেকোনো কল্যানমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা যাবে।

মতবিনিময় সভায় জেলার ৪০ টি সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক কন্যা সিনথিয়া রেজয়ান তন্দ্রার ৫ম জন্ম বার্ষিকী

কুমার খালি প্রেস ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক রনি রেজয়ান ও সম্পা রেজওয়ানের কন্যা সিনথিয়া রেজওয়ানের আজ ৫ম জন্ম বার্ষিকী।

সিনথিয়া রেজওয়ানের জন্য তার পিতা কানাডা প্রবাসি সাংবাদিক রনি রেজওয়ান মা’ সম্পা রেজওয়ান সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করেছেন। তার জন্ম বার্ষিকীতে মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবার এর পক্ষ থেকে আন্তরিক দোয়া ও শুভ কামনা রইল।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমাজসেবায় অবদান রাখায় সম্মাননা পেলেন কুষ্টিয়ার মৌবন

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদান রাখায় মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আনজুম জনিকে মুজিববর্ষ সোনার বাংলা সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর একটি রেস্তোরাঁয় “স্বাধীনতায় মুজিববর্ষ” শীর্ষক আলোচনা সভা শেষে গুণীজন সম্মাননা অনুষ্ঠানে এ পদক প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মাননা প্রদান করেন অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) এম হারুন-অর-রশিদ।

সাফিনা আনজুম জনির পক্ষে পদক গ্রহণ করেন মৌবনের জেনারেল

ম্যানেজার মো: মোশাররাফুল হক বকুল।

ভাষা সৈনিক রেজাউল করিম, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন।

সোনার বাংলা গবেষণা পরিষদ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সারাদেশ থেকে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে সমাজসেবায় বিভিন্ন অবদান রাখায় ১২ জনকে এ পদক প্রদান করা হয়।

মেপ্র/আরপি